মুসলিমের জীবনে

নামাযের গুরুত্ব

আব্দুল হামীদ মাদানী

মুসলিমের জীবনে

আব্দুল হামীদ মাদানী

মুসলিমের জীবনে নামাযের বিশাল গুরুত্ব আছে, তাই ইসলামী আহবায়কদেরকেও দেখা যায়, তাঁরা মুসলিমের জীবন ও সমাজে নামায প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন।

এক পর্যায়ে এ গুরুত্ব দেওয়া যথার্থ ও যথাযোগ্য। কিন্তু তার আগে তার আক্বীদা ও ঈমানের ব্যাপারটা গুরুত্ব পাওয়ার যোগ্য বেশি। কারণ আক্বীদা শুদ্ধ না হলে নামাযই শুদ্ধ হবে না। ঈমান শুদ্ধ না হলে নামায মহান আল্লাহর কাছে গুরুত্ব পাবে না। বলা বাহুল্য, নামাযের চারাগাছ রোপন করার আগে জীবন ও মনের জমি থেকে শির্কী আক্বীদা ও বিশ্বাসের আগাছা তুলে ফেলতে হবে। নচেৎ বুঝতেই পারছেন, ফল পাওয়া তো দূরের কথা, বীজও বরবাদে যাবে।

সুতরাং কাউকে নামাযী বানাবার আগে তার ঈমান ঠিক করুন।

তাকে প্রশ্ন ক'রে দেখুন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ কী?

অতঃপর সে যদি উত্তরে বলে, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই' অথবা 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সৃষ্টিকর্তা ও মালিক নেই' অথবা 'আল্লাহ ছাড়া কেউ হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা নেই', তাহলে তার নামায পড়ে কোন লাভ নেই। কারণ যে কালেমা পড়ে 'মুসলিম' হওয়া যায়, সেই কালেমার সঠিক অর্থই সে বুঝে না। তাহলে সে 'মুসলিম' হয় কীভাবে এবং তার নামায কবুল হয় কী ক'রে?

সুতরাং তাকে কালেমার সঠিক অর্থ শিখিয়ে দিন, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকার মা'বূদ বা উপাস্য নেই।'

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহ কোথায় আছেন?'

অতঃপর সে যদি উত্তরে বলে, 'তিনি সব জায়গায় আছেন' অথবা 'মু'মিনের হৃদয়ে আছেন' অথবা 'তিনি কোথায় তা কেউ বলতে পারবে না', তাহলে তার নামায পড়া বৃথা। কারণ যে জানে না, তার সেই আল্লাহ কোথায়, যাঁর জন্য সে রুকূ-সিজদা করছে, তার নামায কবুল হয় কীভাবে?

সুতরাং তাকে শিখিয়ে দিন, মহান আল্লাহ আছেন সাত আসমানের উর্ধ্বে আরশের উপরে।

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহ সাকার না নিরাকার?'

অতঃপর সে যদি উত্তরে বলে, 'আল্লাহ নিরাকার, তাঁর কোন আকার নেই', তাহলে তার নামায উপকারী নয়। কারণ যে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রাখে না, তার ইবাদত কবুল হয় কীভাবে?

সুতরাং তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'তুমি জান্নাতে যেতে চাও কি না?' যদি বলে, 'যেতে চাই।' তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'জান্নাতের সবচেয়ে বড় তৃপ্তিকর সুখ কী?' যদি বলে, 'মহান আল্লাহর দীদার বা দর্শন।' তাহলে এবার তাকে বলুন, 'যাকে দেখা যাবে, তার আকার আছে কি না?' অবশ্যই সে বলবে, 'নিশ্চয়ই।' তবে সেই সাথে তাকে এ কথাও জানিয়ে দিন যে, তাঁকে দেখার আগে তাঁর আকার বা রূপ কল্পনাতীত। কেউ জানে না সে কথা। কারণ তাঁর মতো কোন কিছুই নেই।

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহর নবী কে ছিলেন?' তিনি কি তাই ছিলেন, যা কবি বলেছেন,

'আহমদের ঐ মিমের পর্দা
উঠিয়ে দেখ মন।
আহাদ সেথায় বিরাজ করেন
হেরে গুণীজন।........'
'মরহাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।
বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।
ছিলে মিশে আহাদে ,আসিলে আহমদ হ'য়ে,
বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।.......'
'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

অতঃপর সে যদি উত্তরে বলে, 'হ্যাঁ, অত বড় কবি বলেছেন, তা সত্য নিশ্চয়ই। তাহলে তাকে বলুন, 'তোমার নামায কোন ফলদায়ক নয়। কারণ তাতে রয়েছে খ্রিস্টানদের মতো শির্ক।

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহর নবী ﷺ কি মানুষ ছিলেন?'

যদি সে বলে, 'না', তাহলে তার নামাযে ফল নেই। তাকে বলুন, 'কুরআন বলে, তিনি আমাদের মতো মানুষ ছিলেন।' তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকে না, তথা নামায হয় না। অবশ্য হাদীসে আছে, 'আমরা তাঁর মতো মানুষ হতে পারি না।'

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'আল্লাহর নবী ﷺ কি অদৃশ্য বা গায়বের খবর জানতেন।'

যদি সে বলে, 'অবশ্যই! এতে তাঁর বিশাল মাহাত্ম্য ছিল।'

আপনি তাকে বলুন, 'মাহাত্ম্য প্রমাণের জন্য গায়বী খবর জানা জরুরী নয়। তাছাড়া কুরআন বলে, তিনি গায়বের খবর জানতেন না। তাঁকে অহীর মাধ্যমে যা জানানো হতো, তাই তিনি জানতেন। সুতরাং অহীর মাধ্যমে তিনি বহু গায়বের খবর বলেছেন। কিন্তু নিজস্ব ক্ষমতাবলে কোন গায়বের খবর বলতে পারতেন না। আর এ কথা অস্বীকার করলে কুরআনকে অস্বীকার করা হয়। আর সে ক্ষেত্রে ঈমান নষ্ট হয় এবং নামায বরবাদ যায়।

তাকে জিজ্ঞাসা করুন, 'ধর্ম-নিরপেক্ষতা বা সব ধর্ম সমান মানে কী?'

অতঃপর উত্তরে যদি সে পৃথিবীর সকল ধর্মকেই সমান ও সত্য বলে, তাহলে তাকে জানিয়ে দিন, তার নামায পড়ায় কোন উপকার নেই। যেহেতু আল্লাহর কুরআন বলছে, 'ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' *(আলে ইমরান ঃ ১৯, ৮৫)*

এই শ্রেণীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সর্বাগ্রে মুসলিমের আক্বীদা সংশুদ্ধ করুন। তারপর নামাযের দিকে আহবান করুন।

মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (ইয়ামানের শাসকরূপে) পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তুমি তাদেরকে 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ কথার সাক্ষ্যদানের প্রতি দাওয়াত দেবে। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে, আল্লাহ তাদের উপর প্রতি দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের ওপর সাদকাহ (যাকাত) ফরয করেছেন। তাদের মধ্যে যারা সম্পদশালী তাদের থেকে যাকাত উসূল ক'রে যারা দরিদ্র তাদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তুমি (যাকাত নেওয়ার সময়) তাদের উৎকৃষ্ট মাল নেওয়া থেকে দূরে থাকবে। আর অত্যাচারিতের বদ্দুআ থেকে বাঁচবে। কারণ তার বদ্দুআ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই (অর্থাৎ, শীঘ্র কবুল হয়ে যায়)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সংশুদ্ধ আক্বীদার মুসলিমের নিকট নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু আক্বীদায় কোন দৈহিক বা আঙ্গিক কর্ম নেই, তাতে গোলমাল থাকলে সবই গোলমাল হয়ে যায়। আর নামায হল হার্দিক ও দৈহিক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত আমল। যাবতীয় আমল অপেক্ষা নামাযই বেশি যত্নযোগ্য আমল। আর তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ-

এক ঃ

মহান আল্লাহ সমস্ত আমল ফরয করেছেন দুনিয়াতে। কিন্তু নামায ফরয করেছেন সাত আসমানের উপরে। সমস্ত আমল ফরয করেছেন জিবরীল ﷺ মারফৎ অহী পাঠিয়ে। কিন্তু নামায ফরয করেছেন খোদ নবী ﷺ-কে নিজের কাছে ডেকে সরাসরি কথা বলে।

নবুঅতের ১১ অথবা ১২তম বছরে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তাঁর মনকে সান্ত্বনিত করার জন্য তাঁর দেহাত্মা-সহ মাসজিদুল হারামের যমযমের কুয়া ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থান থেকে সীনাচাক করার পর এক রাতে জিবরীল ﷺ-এর সাহচর্যে বুরাকে চড়িয়ে ফিলিস্তীনের বায়তুল মাক্বদিস ভ্রমণ করানো হয়। এই সফরকে 'ইসরা' বলা হয়।

আর মি'রাজ মানে সোপান। সোপান বা সিঁড়িতে চড়ে উর্ধ্বে গমন করাকে মি'রাজ বলা হয়। বায়তুল মাক্বদিস থেকে ঐ রাতেই নিম্ন (প্রথম) আসমানে এবং সেখান থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পরপর সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যেক আসমানে আম্বিয়াগণকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর তাঁকে 'সিদরাতুল মুন্তাহা' পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি জিবরীল ﷺ-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দর্শন করেন; যে আকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। জান্নাত-জাহান্নাম দেখেন। তিনি আল্লাহর নিকটবর্তী হন। নূরের পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তাঁর উপর প্রত্যহ ৫০ অক্তের নামায ফরয করেন। ফেরা বা অবতরণের পথে মূসা ﷺ-এর সঙ্গে কথোপকথনের সময় তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করলেন?'

নবী ﷺ বললেন, 'দিবারাত্রে পঞ্চাশ অক্তের নামায।'

মূসা ﷺ বললেন, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে হাল্কা করার আবেদন জানান। কারণ আপনার উম্মত এ কাজ করতে পারবে না। বানী ইস্রাঈলদের সাথে আমার পরীক্ষা করা আছে।'

সুতরাং মহানবী ﷺ ফিরে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে নামায হাল্কা করার আবেদন জানালে তিনি ৫ অক্ত (বর্ণনান্তরে অর্ধেক) নামায কমিয়ে ৪৫ (অথবা ২৫) অক্ত করেন। ফেরার পথে আবার মূসা ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী করলেন?'

মহানবী ﷺ বললেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত (বা অর্ধেক) কমিয়ে দিয়েছেন।'

মূসা ﷺ বললেন, 'আপনি আবার আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে গিয়ে হাল্কা করার আবেদন জানান। কারণ আপনার উম্মত এতটাও পারবে না।'

এইভাবে কয়েকবার ঘোরাফেরা করার পর সংক্ষেপ ক'রে ৫ ওয়াক্ত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আমার কথার পরিবর্তন হয় না। আমি ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করলাম, কিন্তু সওয়াবে তা ৫০ ওয়াক্তই থাকল।'

অবতরণের পথে আবারও মূসা ﷺ তাঁকে একই কথা বললেন, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আবার ফিরে গিয়ে হাল্কা করার আবেদন জানান। কারণ আপনার উম্মত এতটাও পারবে না।'

কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, 'এর চাইতে কম করাতে আমি লজ্জাবোধ করি।'

সুবহানাল্লাহ! ৫ অক্তের নামায পড়ে ৫০ অক্তের সওয়াব! হ্যাঁ। ইসলামের নীতিই এটা। কেউ কোন সৎ কাজ করার সংকল্প করলে সাথে সাথে একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর সে সেই কাজটি সম্পন্ন করলে তার আমল-নামায় ১০টি সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়। পক্ষান্তরে কেউ কোন পাপ কাজ করার সংকল্প করলে সাথে সাথে পাপ লেখা হয় না, যতক্ষণ না তা কাজে পরিণত করা হয়েছে। আর কাজে পরিণত করলে কেবলমাত্র একটি পাপই লিপিবদ্ধ করা হয়।

নামায ফরয হওয়ার গোড়াতে (৪ রাকআতবিশিষ্ট নামাযগুলো) দু' দু' রাকআত করেই ফরয ছিল। পরে যখন নবী ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন, তখন (যোহর, আসর ও এশার নামায) ২ রাকআত ক'রে বেড়ে ৪ রাকআত হল। আর সফরের নামায হল ঐ প্রথম ফরমানের মুতাবেক। *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত ১৩৪৮-নং)*

দুইঃ

নামায মুসলিমদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ ইবাদত যথাযথভাবে পালন করা মু'মিনদের কাজ। যারা আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে, বিশ্বাস রাখে তাঁর ফিরিশ্তা, কিতাবসমূহ, নবী ও রসূলগণ, পরকাল ও তকদীর বিষয়ে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) الأنفال

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা থেকে দান করে। তারাই প্রকৃত বিশ্বাসী। তাদেরই জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। *(আনফালঃ ২-৪)*

তিনি আরো বলেছেন,

طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٣) النمل

অর্থাৎ, ত্বা-সীন; এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য; বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ। যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাসী। *(নাম্‌লঃ ১-৩)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٧١) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। *(তাওবাহ ঃ ৭১)*

এ নামায কায়েম করে তারা, যারা আল্লাহকে ভয় করে, যারা সংযমী ও পরহেযগার। তিনি বলেছেন,

الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) البقرة

অর্থাৎ, আলিফ লা-ম মী-ম। এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক। যারা অদেখা বিষয়ে বিশ্বাস করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে ও তাদেরকে যা প্রদান করেছি, তা হতে দান করে। *(বাক্বারাহ ঃ ১-৩)*

এ নামায প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহর একনিষ্ঠ সৎকর্মপরায়ণ ভক্তদের কাজ। তিনি বলেছেন,

الم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (٣) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٥) لقمان

অর্থাৎ, আলিফ-লাম-মীম; এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য, সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ; যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত দেয় ও পরলোকে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। ওরাই ওদের প্রতিপালক কর্তৃক নির্দেশিত পথে আছে এবং ওরাই সফলকাম। *(লুক্বমান ঃ ১-৫)*

তিন ঃ

নামায বান্দা ও প্রভুর মাঝে একটি সেতুবন্ধ। মানুষ ও সৃষ্টিকর্তার মাঝে যোগসূত্র কায়েমকারী। এই জন্য বলা হয় যে, নামায মু'মিনদের মি'রাজ। মহানবী ﷺ মি'রাজে গিয়ে সরাসরি মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, আর মু'মিনরা নামাযে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুরূপ সাক্ষাৎ লাভ করে। একনিষ্ঠ মু'মিনদের ইবাদতই সেই রকম। ইবাদতের যে পর্যায়কে 'ইহসান' বলা হয়। আর তা হল এই যে, বান্দা এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন সে তাঁকে দেখছে। যদি সে তা মনে করতে না পারে, তাহলে এটা অবশ্যই মনে করবে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন।

চার ঃ

এ নামায হল মুনাজাত। মুনাজাত মানে সাথীর সাথে চুপেচুপে ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বলা। মু'মিন তার প্রিয়তমের সাথে নামাযের মাধ্যমে কথা বলে তৃপ্তি অনুভব ক'রে থাকে। নিরালায় প্রিয়তমের সাথে কথা বলার যে স্বাদ, নামাযে ভক্ত প্রেমিক তাই আস্বাদন ক'রে থাকে। নামাযী মহান আল্লাহ সাথে কথা বলে। আর তিনি তার কথার জবাব দেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)،

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، قَالَ: مَجَّدَنِى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، قَالَ: هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ)، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ».

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ ক'রে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আর্রাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্ য্বা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুসলিম ৩৯৫, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, আবূ আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

এই সুমিষ্ট মুনাজাত শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমার সাথে এবং শেষ হয় সালাম ফেরার সাথে। সালাম ফেরার পরে আর কোন মুনাজাত নেই। যাবতীয় মুনাজাত আছে নামাযের অভ্যন্তরে। প্রার্থনামূলক মুনাজাতও

বান্দা নামাযেই ক'রে থাকে। নামাযের আটটি জায়গায় সে মহান প্রভুর নিকট অনেক কিছু ভিক্ষা ও যাচ্ঞা ক'রে থাকে।

সে মহান প্রভুর নিকট হিদায়াত ও সরল পথ চায় কিয়ামে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের পথ থেকে দূরে থাকতে চায় সূরা ফাতিহা পড়ে।

সে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় রুকূতে। আর তাঁর ক্ষমা পেলে তার থেকে বড় পাওয়া আর কী আছে?

সে মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সিজদাতে। অনুরূপ সে তাতে আরো অনেক কিছু চায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) .

"বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সিজদার অবস্থায় হয়। সুতরাং (ঐ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দুআ কর।" *(মুসলিম ১১১১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ).

অর্থাৎ, ...আর সিজদায় তোমরা বেশি বেশি দুআ করতে সচেষ্ট হও। কারণ তা কবুল হওয়ার বেশি উপযুক্ত। *(ঐ ১১০২নং)*

সে দুই সিজদার মাঝে তাঁর নিকট ক্ষমা, দয়া, হিদায়াত, নিরাপত্তা ও রুযী চায়।

নামাযের শেষাংশে জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং জীবন-মৃত্যুর নানা ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করে দুনিয়া ও আখেরাতের নানা কল্যাণ। আর নামাযের অভ্যন্তরই সঠিক মুনাজাতের স্থান।

মহানবী ﷺ তাশাহহুদ পড়তে আদেশ করতেন। আর তাতে দুআ করতে বলতেন, "যখন তোমরা প্রত্যেক দুই রাকআতে বসবে তখন 'আত্ তাহিয়্যাতু---' বলবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকের পছন্দমত

দুআ বেছে নিয়ে আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট প্রার্থনা করা উচিত।” *(সহীহ নাসাঈ ১১১৪নং, আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর)*

“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়বে, তখন সে যেন তার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে আরম্ভ করে। অতঃপর নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করে। তারপর পছন্দ বা ইচ্ছামত দুআ করে।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ১৪৮১নং, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা, হাকেম, মিশকাত ৯৩০নং)*

“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।” *(মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ ২/২৩৫, আবূ দাউদ ৯৮৩, নাসাঈ ১৩০৯, ইবনে মাজাহ ৯০৯, ইবনুল জারূদ ১১০, আহমেদ ২/২৩৭, ৪৪৭, বাইহাকী ২/১৫৪, মিশকাত ৯৪০নং)*

পক্ষান্তরে মুনাজাতের মিষ্টি স্বাদ পেতে চাইলে, তাতে নামাযী কী বলছে, তা জানতে-বুঝতে হবে। নচেৎ তোতা পাখির মতো বুলি আওড়ে ফল হবে না। নারকেলের খোসায় কামড় দিয়ে লাভ হবে না। মুখে ‘চিনি-চিনি’ বললে মুখ মিষ্টি হবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ).

“অবশ্যই নামাযী তাঁর মহান প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কী দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ আবূ দাউদ ১২০৩নং, সহীহুল জামে’ ১৯৫১নং)*

অনেক সময় এমনও হতে পারে, নামাযী ‘দাদা’ বলতে ‘গাধা’ বলছে। আল্লাহর প্রশংসা করতে গিয়ে নিন্দা করছে। দুআর জায়গায় বদ্দুআ করছে!

এই জন্য ঘুমের ঘোর নিয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়া উচিত নয়। কারণ ঘুমের ঘোরেও একই শ্রেণীর ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে। মহানবী ﷺ বলেন,

(إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ).

“তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে পড়তে ঢুলতে শুরু করে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে; যাতে তার ঘুম দূর হয়ে যায়। নচেৎ, কেউ ঢুলতে ঢুলতে নামায পড়লে সে হয়তো বুঝতে পারবে না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে।” *(বুখারী, মুসলিম ৭৮৬, মিশকাত ১২৪৫নং)*

তিনি বলেন,

(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ).

“তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে উঠে তার জিভে কুরআন পড়া জড়িয়ে গেলে এবং সে কী বলছে তা বুঝতে না পারলে, সে যেন শুয়ে পড়ে।” *(মুসলিম ৭৮৭নং)*

নামাযে যা বলা হয়, তা বুঝার গুরুত্ব অনেকখানি। আর না বুঝে যে কথা বলা হয়, তাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা অনেক বেশি। মহানবী ﷺ বলেন,

(مَا مِنْ مُسلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوَضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلاَتِهِ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ إِلاَّ انْفَتَلَ وَهُوَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ).

অর্থাৎ, যে কোনও মুসলিম পূর্ণরূপে উযূ ক’রে তার নামাযে দাঁড়ায়, অতঃপর সে যা বলে, তা বুঝে। সে নামায থেকে সেই দিনের শিশুর মতো ফিরবে, যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে। *(হাকেম ২/৪৩৩, সঃ তারগীব ৫৪৬নং)*

নামাযে যা বলা হয়, তা জানা-বুঝার গুরুত্ব আছে বলেই মদ হারাম করার পূর্বে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ}

(٤٣) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার....। (নিসা ঃ ৪৩)

বাস্তব এটাই যে, বহু নামাযী নামায পড়ে, কিন্তু তারা ঘুম অথবা নেশার ঘোরে অচেতন না থাকলেও সচেতন অবস্থায় অবচেতন থাকে। যেহেতু সে তার নামাযে যা বলে, তা মোটেই বুঝে না। সুতরাং তাদের নামাযের অবস্থা বুঝতেই পারছেন? তাদের নামাযের সওয়াব কতটা হবে, তাও অনুমেয়। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ ، مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إلاَّ عُشْرُهَا ، تُسْعُهَا ، ثُمُنُهَا ، سُبُعُهَا ، سُدُسُهَا ، خُمُسُهَا ، رُبُعُهَا ، ثُلُثُهَا ، نِصْفُهَا).

অর্থাৎ, বান্দা নামায পড়ে। কিন্তু তার কেবলমাত্র দশ ভাগের একভাগ, নয় ভাগের একভাগ, আট ভাগের একভাগ, সাত ভাগের একভাগ, ছয় ভাগের একভাগ, পাঁচ ভাগের একভাগ, চার ভাগের একভাগ, তিন ভাগের একভাগ অথবা অর্ধেক সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ৫৩৭নং)*

লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে নামায 'কায়েম' করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা ততক্ষণ হতে পারে না, যতক্ষণ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয়েছে। আর ততক্ষণ তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে না, যতক্ষণ তাতে যা বলা হয়, তা বুঝা না হয়েছে।

পাঁচ ঃ

নামায একটি মনোরম উদ্যান, যাতে রয়েছে নানা ইবাদতের বৃক্ষ-লতা ও ফল-ফুল। এতে রয়েছে তসবীহ, তহমীদ, তহলীল, তকবীর, দুআ, যিক্র, কিয়াম, রুকূ, সিজদা, আকুতি-মিনতি ইত্যাদি।

ছয় ঃ

নামায মু'মিনদের হৃদয়ের প্রফুল্লতা এবং তাদের চক্ষুর শীতলতা। নামাযের মধ্যে মু'মিন শান্তি পায়, স্বস্তি পায়, আনন্দ ও তৃপ্তি পায়। নামাযে দাঁড়িয়ে তাদের চক্ষু শীতল হয়।

মহানবী ﷺ বলেন,

(وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ).

"নামাযে আমার চক্ষু-শীতলতা করা হয়েছে।" *(আহমাদ ৩/১২৮, ১৯৯, ২৮৫, নাসাঈ ৭/৬১)*

একদা তিনি মুআয্যিন বিলাল ؓ-কে বলেছিলেন, "হে বিলাল! নামাযের ইক্বামত দিয়ে আমাকে আরাম দাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৯৮৫, সঃ জামে' ৭৮৯২নং)*

নামাযে মু'মিনের চিত্তবিনোদন হয়। তাই তো নামাযের আযান শুনে তার মন উৎফুল্ল হয়। বরং মসজিদের সাথে তার মন লটকে থাকে। কখন আযান হবে---এই আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে।

সাত ঃ

নামায মহান আল্লাহর আদেশ। তিনি মানব-দানবকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আর নামায হল একটি বিশিষ্ট ইবাদত। সেই ইবাদত করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন বারংবার। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ} (٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যথাযথভাবে নামায পড় ও যাকাত দাও এবং নামাযীদের সঙ্গে নামায আদায় কর। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৩)*

তিনি আরো বলেছেন,

{قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن

قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ} (٣١) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী তাদেরকে বল, তারা যেন নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে না এবং থাকবে না কোন বন্ধুত্ব। *(ইব্রাহীম ঃ ৩১)*

আট ঃ

নামায হল ঈমান। কুরআন মাজীদে নামাযকে মহান আল্লাহ 'ঈমান' বলে আখ্যায়ন করেছেন, তিনি বলেন,

{وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (কা'বার দিক ছাড়া বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে আদায়কৃত পূর্বের) ঈমান (নামায)কে বরবাদ করবেন না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)*

নয় ঃ

নামায হল দ্বীনের বুনিয়াদ। ইসলামের স্তম্ভ।

মহানবী ﷺ বলেন,

« بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ».

অর্থাৎ, ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি; (১) তাওহীদ (এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল), (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং (৫) কাবাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী + মুসলিম)*

মুআয ﷺ বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাত্লে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন, "তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ ক'রে দেবেন। (আর তা হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে।" পুনরায় তিনি বললেন, "তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাত্লে দেব না কি? রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি এই আয়াত দু'টি পড়লেন,

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٧) سورة السجدة

অর্থ, "তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় ক'রে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত নয়।" *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত)*

তারপর বললেন, "আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!'

তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, “তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।” মুআয বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?’ তিনি বললেন, “তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?” *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ তারগীব ২৮৬৬নং)*

দশ ঃ

নামায মহান আল্লাহর নৈকট্যদাতা ইবাদত। মু’মিনের ঈমানের দলীল।

মহানবী ﷺ কা’ব বিন উজরাহকে এক দীর্ঘ উপদেশ-বাণীতে বলেছিলেন, “হে কা’ব বিন উজরাহ! রোযা হল ঢাল স্বরূপ, সদকাহ (দান-খয়রাত) পাপ মোচন করে এবং নামায হল (আল্লাহর) নৈকট্যদাতা অথবা তোমার (ঈমানের) দলীল।

হে কা’ব বিন উজরাহ! সে মাংস (দেহ) বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না; যা হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে। তার জন্য তো দোযখই উপযুক্ত।

হে কা’ব বিন উজরাহ! মানুষের প্রাত্যহিক কর্মপ্রচেষ্টা দুই ধরনের হয়ে থাকে; কিছু মানুষ তো নিজেদেরকে (সৎকর্মের মাধ্যমে) ক্রয় করে (দোযখ থেকে) মুক্ত করে নেয়। আর কিছু মানুষ (অসৎকর্মের মাধ্যমে) নিজেদেরকে বিক্রয় করে ধ্বংস করে দেয়।” *(আহমাদ ৩/৩২১, বায্যার ১৬০৯ নং, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তিরমিযী ৫০১ নং)*

এগারো ঃ

নামায মুসলিমের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে বিষয়ে সে সদা-সর্বদা সতর্ক থাকে। যেহেতু এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ মৃত্যু-শয্যায় শয়নাবস্থাতেও সতর্ক ক’রে গেছেন। তিনি উম্মতকে দেওয়া সর্বশেষ উপদেশে বারবার বলে গেছেন,

(الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.)

“নামায, নামায। আর তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস-দাসীগণ (সম্বন্ধে সতর্ক হও)।” *(আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, সিঃ সহীহাহ ৮৬৮নং)*

বারো ঃ

নামায মহান আল্লাহর নিকটে সর্বপ্রিয় আমল।

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?’ তিনি বললেন, “যথা সময়ে (প্রথম অক্তে) নামায পড়া।” আমি বললাম, ‘তারপর কী?’ তিনি বললেন, “পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।” আমি বললাম, ‘তারপর কী?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদ করা।” *(বুখারী ৫২৭নং, মুসলিম ৮৫নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

তাইতো এই ইবাদতের এত গুরুত্ব যে, তা সময় মতো না আদায় করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লেও যথাসময়ে না পড়লে জাহান্নামের নির্দিষ্ট স্থানে আবদ্ধ থেকে আযাব ভোগ করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} (٥٩) سورة مريم

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায বিনষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। *(মারয়্যাম ঃ ৫৯)*

নামায বিনষ্ট করার অর্থ একেবারে নামায না পড়া; যা মূলতঃ কুফরী, অথবা নামাযের সময় বিনষ্ট করা; যার অর্থ সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা, যখন ইচ্ছা পড়া বা বিনা ওযরে দুই বা ততোধিক নামাযকে একত্রে পড়া, অথবা কখনো দুই, কখনো চার, কখনো এক, কখনো পাঁচ অক্তের

নামায পড়া। এ সমস্ত নামায বিনষ্ট করার অর্থে শামিল। এ রকম ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী এবং আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য। غَـي এর অর্থ ধ্বংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণাম বা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। *(আহসানুল বায়ান)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّـذِينَ هُـمْ يُـرَاؤُونَ} (٦) سورة الماعون

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা) করে। *(মাঊন ঃ ৪-৬)*

নামাযে অমনোযোগী বা উদাসীন বলে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা মোটেই নাযায পড়ে না অথবা প্রথম দিকে পড়ত অতঃপর তাদের মধ্যে অলসতা এসে পড়েছে অথবা নামায যথাসময়ে আদায় করে না; বরং যখন মন চায়, তখন পড়ে নেয় অথবা দেরী ক'রে আদায় করতে অভ্যাসী হয় অথবা বিনয়-নম্রতার (ও একাগ্রতার) সাথে নামায পড়ে না ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রকার ত্রুটি ঐ অর্থের শামিল। অতএব নামাযের ব্যাপারে উক্ত সকল আচরণ হতে বাঁচা প্রয়োজন। এখানে এ উল্লেখ করাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ সমস্ত বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত ঐ সব লোকই হতে পারে, যারা আখেরাতের হিসাব ও প্রতিদানের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না। এ জন্যই মুনাফিকদের একটি গুণ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, "যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে।" *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

এই শ্রেণীর লোকেদের নিদর্শন এই যে, তারা লোক মাঝে থাকলে নামায পড়ে নেয়; নচেৎ তারা নামায পড়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। অর্থাৎ, তারা কেবলমাত্র লোক প্রদর্শন করার জন্যই নামায পড়ে। *(আহসানুল*

বায়ান)

অথচ মহান আল্লাহ গুরুত্বারোপ ক'রে বলেছেন,

{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (٢٣٨)

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও। *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)*

কেবল আসরের নামাযের কথা! আসরের নামায ছুটে গেলে অবস্থা কী হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ).

"যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করল, নিঃসন্দেহে তার আমল নষ্ট হয়ে গেল।" *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেছেন,

(مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

"যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।" *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

তাহলে যারা পাঁচ ওয়াক্তের নামায ত্যাগ করে, তাদের অবস্থা কী হয়-- তা অনুমেয়।

তেরো ঃ

নামায মরণাবধি আদায়যোগ্য ইবাদত। যতক্ষণ বান্দার জ্ঞান থাকবে, ততক্ষণ তাকে নামাযের সময়ে নামায পড়তে হবে। অসুখ-অসুবিধা হলেও নামায মাফ নেই। ক্ষুধা ও কষ্টেও নামায মার্জনীয় নয়।

মহানবী ﷺ রোগীকে বলেছেন,

(صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

"তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুখারী, আবূ দাঊদ, আহমাদ, মিশকাত ১২৪৮নং)*

শত্রুর সম্মুখে জিহাদের যোদ্ধাদের জন্যও নামায মাফ নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ } (٢٣٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, যদি তোমরা (শত্রুর) আশংকা কর, তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায়, (নামায পড়ে নাও)। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর; যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৯)*

এই নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (١٠٢) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (١٠٣) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে, তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি, তারা তোমার সাথে

যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। অবিশ্বাসিগণ কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই; যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে। *(নিসা ঃ ১০২-১০৩)*

বলা বাহুল্য, তিন ব্যক্তি ছাড়া কারো জন্য নামায মাফ নয় ঃ (১) নাবালক শিশু, (২) পাগল এবং (৩) ঋতুমতী মহিলা। এ ছাড়া সকলকে সর্বাবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম ক'রে, তাতে সক্ষম না হলে বিনা পবিত্রতায় নামায পড়তে হবে। নামায আদায় ছাড়া নামাযের কোন কাফ্ফারা নেই। মরণের পর আদায়যোগ্য কোন কাফ্ফারা নেই, যা আদায় করলে মৃতের উপকার হতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থায় হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার উচিত, স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।" *(ত্বাহা ঃ ১৪, মুসলিম, মিশকাত ৬০৪নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

«مَنْ نَسِيَ صَلَاة أَو نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَن يُصلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا (لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِك)».

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে গেল অথবা (না পড়ে) ঘুমিয়ে গেল, তার সে নামাযের কাফ্ফারা হল স্মরণ হওয়ামাত্র পড়ে নেওয়া। (এই কাযা আদায় করা ছাড়া এর জন্য আর অন্য কোন কাফ্ফারা নেই।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬০৩নং)*

যেমন কোন মা’রেফতের দাবীদারদের জন্যও নামায মাফ নয়। যেহেতু শরীয়তে এই শ্রেণীর এমন কোন লোক নেই, যার জন্য সকল ফরয মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ থেকে বেশি মা’রেফতের অধিকারী আর কে হতে পারে? তাঁরা আজীবন নামায পড়ে গেছেন। ফরয নামায তো দূরের কথা, তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে পা ফুলিয়ে রাত্রিকালে ইবাদত করেছেন। তাঁদের জন্য নামায মাফ হল না, অথচ মারফূর্তিমার্কা এমন মারফতী পীর-ফকীরদের জন্য নামায মাফ হয় কোত্থেকে? নিশ্চয় নিজেদের তৈরি করা তরীকত ও হকীকত থেকে। অথচ শরীয়তের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন মনগড়া তরীকতের অনুসরণে মুক্তি নেই। আল্লাহর মা’রেফত নেই অন্য কোন হকীকতের মাধ্যমে। আসলে তাদের ঐ তরীকত হল নিজেদের প্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশির অনুসরণ। আর তাতে ভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ বৈ অন্য কিছু নেই।

চৌদ্দ ঃ

নামায হল স্মরণিকা। বান্দা সর্বদাই প্রভুকে স্মরণে রাখে। কিন্তু নামাযের মাধ্যমে সে তাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ } (١١٤) سورة هود

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। *(হূদঃ ১১৪)*

তিনি মূসা عليه السلام-কে বলেছিলেন,

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١٤) طـه

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; অতএব আমার উপাসনা কর এবং আমাকে স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর। *(ত্বা-হাঃ ১৪)*

আর এই স্মরণ নিয়ে বান্দার হৃদয় উদ্বেগশূন্য হয়, চিত্ত প্রশান্ত হয়। যেহেতু হৃদয়ের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(রা’দঃ ২৮)*

মসজিদে গিয়ে বিশেষভাবে আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর ভক্ত বান্দারা। তাদের ব্যাপারে তিনি বলেন,

{رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (٣٧) سورة النـور

অর্থাৎ, এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে। *(নূর ঃ ৩৭)*

আর তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٩) سورة المنافقون

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। *(মুনাফিকুনঃ ৯)*

পনেরো ঃ

নামায মানুষের বিপদের সাথী। মন যখন দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত হয়, দুঃখে-শোকে হৃদয় যখন সন্তপ্ত হয়, তখন নামায হল সান্ত্বনা। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম। তিনিই বান্দাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(বাক্বারাহ ঃ ১৫৩)*

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٤٥) البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৫)*

হ্যাঁ, বিনয়ীদের জন্য নামায সহজ ও হাল্কা। কিন্তু উদ্ধত ও অহংকারীদের জন্য তা ভারী জিনিস। উদ্ধত লোকেরা শত বিপদে ক্লিষ্ট হলেও উদ্ধারলাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে আকুতি জানায় না। বরং তারা অনেক সময় গায়রুল্লাহর কাছে আবেদন জানায়! তারা নামায পড়ে সময় নষ্ট করতে চায় না। বরং সিন্নি ও ফতেহা দিয়ে কেল্লাফতে করতে চায়!

অথচ আমাদের নবী ﷺ যখন কোন কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়তেন, তখন নামায পড়তেন। *(আহমাদ ১/২০৬, আবূ দাঊদ ১৩১৯, নাসাঈ, মিশকাত ১৩২৫নং)*

ষোল ঃ

নামায মু'মিনের জীবনের আলো, পাপ-তমসাচ্ছন্ন সংসারে পরিপূর্ণ জ্যোতি। কিয়ামতের অন্ধকারেও সাথের বাতি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

«الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلآنِ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَالصَّلاَةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».

"পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। ধৈর্য হল আলো। আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২২৩নং, তিরমিযী)*

সতেরো ঃ

নামায নামাযীকে পাপাচরণ ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে। নামায পড়লে মানুষের চারিত্রিক জীবনে বিশাল পরিবর্তন আসে। বলা বাহুল্য, একজন নামাযী মিথ্যুক হতে পারে না, চোর ও দাগাবাজ হতে পারে না, মাতাল ও লম্পট হতে পারে না ইত্যাদি। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। *(আনকাবূত ঃ ৪৫)*

প্রশ্ন হতে পারে, বহু নামাযীকে দেখা যায়, তারা পাপ করে। বরং নামাযের ঘর মসজিদে বসেও অনেকে পাপাচরণ চালায়। তাহলে নামায পড়ে ফল কোথায়?

উত্তরে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর এ খবর নিশ্চয় মিথ্যা বা অবাস্তব নয়। তাহলে সুনিশ্চিতভাবে ঐ নামাযীর নামায মিথ্যা। নচেৎ নামায সত্য ও সফল হলে তার চারিত্রিক সুফল অবশ্যই ফলতো।

অবশ্যই নামাযী বিশ্বস্ত হয়। তার উপরে মানুষ আস্থা রাখে। নামাযী আমানতদার হয়, তাই ভাল লোকে খুশি মনে তাকে কাজ ও চাকরি দিতে চায়।

নামাযীর চেহারায় নামাযের জ্যোতি দেখে মানুষের মনে প্রত্যেক কাজে তার প্রতি আস্থা জাগে। মানুষ তাকে ভালোবাসে। যেহেতু সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সনদপ্রাপ্ত এই বলে যে, সে পাপ করতে পারে না।

আঠারো ঃ

নামায হল কাফ্ফারা। কৃত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত। নামায পড়লে উপপাপ, লঘু পাপ তথা ছোট ছোট পাপগুলি মাফ হয়ে যায়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (١١٤) سورة هود

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু’প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। *(হূদঃ ১১৪)*

আবু উসমান বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ-এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝরে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ

করলাম?’ আমি বললাম, ‘কেন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, “হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?” আমি বললাম, ‘কেন করলেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, “মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

((وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ، ذٰلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِيْنَ))

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু’ প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথামাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত ক’রে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ। *(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমাদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرَاً بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟)) قَالُوا : لاَ يَبْقَى مِنْ دَرنهِ شَيْءٌ ، قَالَ : ((فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الخَطَايَا)). متفقٌ عَلَيْهِ .

“আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার ক’রে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি?” সাহাবীরা বললেন, ‘(না,) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।’ তিনি বললেন, “পাঁচ অক্তের নামাযের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন ক’রে দেন।” *(বুখারী)*

((الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ، مَا لَمْ تُغشَ الكَبَائِرُ)). رواه مسلم

"পাঁচ অক্তের নামায, এক জুমআহ থেকে পরবর্তী জুমআহ পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী সময়ে যেসব পাপ সংঘটিত হয়, সে সবের মোচনকারী হয় (এই শর্তে যে,) যদি মহাপাপে লিপ্ত না হওয়া যায়।" *(মুসলিম)*

((مَا مِن امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاَةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا ؛ وَخُشُوعَهَا، وَرُكُوعَهَا ، إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤتَ كَبِيرةٌ ، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ)). رواه مسلم

"যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য ওযূ করবে এবং উত্তমরূপে ওযূ সম্পাদন করবে। (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে 'রুকু' সমাধা করবে। তাহলে তার নামায পূর্বে সংঘটিত পাপরাশির জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ মহাপাপে লিপ্ত না হবে। আর এ (রহমতে ইলাহীর ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য।" *(মুসলিম)*

উনিশ ঃ

নামায হল সাফল্য। সেই মুসলিম সফল, যে নিয়মিত নামায আদায় করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٢) المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। *(মু'মিনূন ঃ ১-২)*

{قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} (١٥) سورة الأعلى

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সাফল্য লাভ করে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে এবং নিজ প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায আদায় করে। (আ'লা ঃ ১৪-১৫)

সফলতার দিকে প্রত্যেক মুসলিমকে দিবারাত্রে পঞ্চবার আহবান করা হয়। মুআয্যিন তাকে ডাক দিয়ে বলে, 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ।' (এসো নামাযের দিকে, এসো সাফল্যের দিকে।)

কিন্তু বেনামাযীরা সফলতা খোঁজে নামায ছেড়ে অন্য কিছুতে। নামায ছেড়ে যে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেই কাজের মাঝে সফলতা আছে ধারণা করে। পক্ষান্তরে কিছু লোক আছে, যারা নামাযের ঐ আহবানটাও কানে শুনতে চায় না। অনেককে আযান-ধ্বনি বিরক্ত করে! অনেকের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটায়। এই শব্দে নাকি তাদের শব্দদূষণ হয়! অনেকেই এই ধ্বনির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। এই শব্দ না শুনতে পারলেই বাঁচে। আসলে তাদের মনে-মগজে অভিশপ্ত শয়তানের আধিপত্য। তাই আযানের প্রতি এত অশ্রদ্ধা।

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِذَا نُودِىَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى).

"নামাযের জন্য আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে এত দূরে পালায়, যেখানে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামত শুরু হলে পুনরায় পালায়। ইকামত শেষ হলে নামাযীর কাছে এসে তার মনে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা আনয়ন ক'রে বলে, 'এটা মনে কর, ওটা মনে কর।' এইভাবে নামাযীর যা মনে ছিল না---তা মনে করিয়ে দেয়। এর ফলে নামাযী শেষে কত রাকআত নামায পড়ল---তা জানতে

পারে না।” *(বুখারী ৬০৮নং, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, আহমাদ ২/৩১৩)*

অনেকে সে আযান-ধ্বনি শুনে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। নামধারী মুসলিমরা করে, আর অমুসলিমদের অনেকে তো করেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} (٥٨)

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমরা যখন নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা ওকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। কেননা তারা এক নির্বোধ জাতি। *(মায়িদাহ ঃ ৫৭-৫৮)*

তিনি আরো বলেছেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ } (٤٣)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন (আল্লাহর) পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত হবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা সুস্থ ছিল, তখন তো তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হতো। *(ক্বালাম ঃ ৪২-৪৩)*

অর্থাৎ, তারা সুস্থ-সবল ও মোটা-তাজা ছিল। আল্লাহর ইবাদত সম্পাদনে কোন জিনিস তাদের জন্য বাধা ছিল না। কিন্তু পৃথিবীতে তারা আল্লাহর ইবাদত করা হতে দূরে থাকত। (আযান ও ইকামতের মাধ্যমে

তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করা হত, কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও তারা নামাযে আসত না। বলা বাহুল্য, যারা ইহকালে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহকে সিজদাহ করে না, তারা পরকালে তাঁকে স্বচক্ষে দেখেও সিজদাহ করতে সক্ষম হবে না। ইহকালে নামায পড়তে বললে আল্লাহকে দেখতে চায় অনেকে, পরন্তু নামায না পড়ে পরকালে তাদের ঐ অবস্থা হবে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা নিজ পদনালী উন্মোচন করবেন (যেভাবে উন্মোচন করা তাঁর সত্তার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ)। তখন প্রতিটি মু’মিন নর-নারী তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যাবে। তবে তারা সিজদা করতে পারবে না, যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য সিজদা করত। তারা সিজদা করতে চাইবে; কিন্তু তাদের পিঠ পাটার মত এমন শক্ত হয়ে যাবে যে, তা ঝুঁকানো সম্ভব হবে না। *(বুখারী)*

বিশ ঃ

নামায নামাযীকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে। এটা নামাযীর শেষফল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِلاَّ الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) .... وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ} (٣٥) المعارج

অর্থাৎ, অবশ্য নামাযীগণ এর ব্যতিক্রম; যারা তাদের নামাযে সদা নিষ্ঠাবান, *(মাআ’রিজ ঃ ২২-২৩)*

.....এবং যারা নিজেদের নামাযে যত্নবান---তারা সম্মানিত হবে জান্নাতে। *(মাআ’রিজ ঃ ৩৪-৩৫)*

একুশ ঃ

নামায ত্যাগ করা কাফেরদের কাজ অথবা বেনামাযী কাফের। এ ব্যাপারে ইঙ্গিত রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীতে,

{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, কিন্তু যদি তারা তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(তাওবাহ ঃ ৫)*

{فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (١١) سورة التوبة

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, যথাযথ নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ স্পষ্টরূপে বিবৃত করি। *(তাওবাহ ঃ ১১)*

তিনি আরো বলেছেন,

{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (٣١) الروم

অর্থাৎ, তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(রূম ঃ ৩১)*

মানুষ এবং কুফরী ও শির্কের মাঝে পর্দা হল এই নামায। নামায না পড়লে পর্দা সরে যায় এবং মানুষ কুফরীতে ও শির্কে মিলে একাকার হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেন,

(بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ).

অর্থাৎ, মানুষের মাঝে এবং শির্ক ও কুফরীর মাঝে রয়েছে নামায-ত্যাগ। *(মুসলিম ২৫৭নং)*

যে নামায পড়ে, তার দায়িত্ব থাকে আল্লাহর উপর। তিনি বেনামাযীর কোন দায়িত্ব গ্রহণ করেন না; যেমন তিনি কোন কাফেরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। মহানবী ﷺ আবুদ দারদা ﷺ-কে বলেছিলেন,

(لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا ، وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ الصَلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا ، وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا ، بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلاَ تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ).

"তুমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না---যদিও (এ ব্যাপারে) তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ইচ্ছাকৃত ফরয নামায অবশ্যই ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে (আল্লাহর) দায়িত্ব উঠে যায়। আর অবশ্যই মদ পান করো না, কারণ মদ হল প্রত্যেক অমঙ্গলের (পাপাচারের) চাবিকাঠি।" *(ইবনে মাজাহ ৩০৪৩, সহীহ ইবনে মাজাহ ৩২৫৯নং)*

নামায মু'মিনের ঈমান ও মুসলিমের ইসলামের নিদর্শন। মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলাম ও শির্ক এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্বাচনকারী হল এই নামায।" *(মুসলিম ২৫৭নং, মিশকাত ৫৬৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন,

(الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبينَهمْ الصَّلَاة فَمَن تَركهَا فَقَد كفَر).

"আমাদের ও ওদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তিই হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে (বা কুফরী করবে।) *(তিরমিযী ২৬২১, ইবনে মাজাহ ১০৭৯ নং)*

কোন আমল ত্যাগ করার ফলে কেউ কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু সাহাবাগণ নামায ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী মনে করতেন। *(তিরমিযী, মিশকাত ৫৭৯নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে, তার দ্বীনই নেই।" *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

আবূ দারদা ﷺ বলেন, "যার নামায নেই, তার ঈমানই নেই।" *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।" (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না?' তিনি বললেন,

(لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ).

"না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "এমন এক শ্রেণীর আমীর হবে; যাদের জন্য দেহের চামড়া নরম হবে এবং তাদের প্রতি হৃদয়-মন সন্তুষ্ট হতে পারবে না। অতঃপর এক শ্রেণীর আমীর হবে যাদের প্রতি হৃদয়-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে এবং দেহের লোম খাড়া হয়ে যাবে।" এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, 'না। তাদের নামায কায়েম করা পর্যন্ত নয়।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৭৭ নং)*

কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে যে নামায কায়েম করে না, তার বিরুদ্ধে শর্তসাপেক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যেতে পারে। বুঝা গেল, নামায প্রতিষ্ঠা না করা কুফরীর নিদর্শন।

বাইশ ঃ

নামাযের ব্যাপারে শৈথিল্য করা মুনাফিকদের কাজ। এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। *(নিসা ঃ ১৪২)*

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (٥٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান ক'রে থাকে। *(তাওবাহ ঃ ৫৪)*

নবী করীম ﷺ বলেছেন,

(تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً).

"এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য

শয়তানের দু'টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (ত্বরিঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়। যাতে সে আল্লাহকে অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে।" *(মুসলিম, মুঅত্তা মালেক)*

মুনাফিকরা নামাযকে বড্ড ভারী মনে করে। পরন্তু একটু কষ্টবোধ হলে জামাআতে আসতে চায় না।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেনে,

(أثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلى المُنَافِقِينَ صَلاَةُ العِشَاءِ وَصَلاةُ الفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأتُوهُمَا وَلَوْ حَبْواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجالٍ مَعَهُمْ حِزمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ).

"মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কী মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে ক'রে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।" *(বুখারী ৬৫৭, মুসলিম ৬৫১নং)*

উবাই বিন কা'ব رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ার পর বললেন, "অমুক উপস্থিত আছে?" সকলে বলল, না। (দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজে) তিনি বললেন, "অমুক উপস্থিত আছে?" সকলে বলল, না। অতঃপর তিনি বললেন, "অবশ্যই এই দুই নামায (এশা ও ফজর) মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে ভারী নামায। উক্ত দুই নামাযে কী সওয়াব নিহিত আছে---তা যদি তোমরা জানতে,

তাহলে হাঁটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়েও তা জামাআতে আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্যই হাজির হতে। আর প্রথম কাতার ফিরিশ্তাগণের কাতারের সমতুল্য। যদি তোমরা তাতে নিহিত মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হতে, তবে নিশ্চয় (প্রথম কাতারে খাড়া হওয়ার জন্য) প্রতিযোগিতা করতে। এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায এক ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এইভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে, ততই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক প্রিয়।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৪০৬নং)*

তেইশ ঃ

কিয়ামত-কোর্টে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। বান্দা পাঁচ অক্তের নামায পড়েছিল কি না? সঠিকভাবে পড়েছিল কি না? সঠিক সময়ে পড়েছিল কি না? আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে পড়েছিল কি না? ইত্যাদি। অতঃপর নামায ঠিক হলে, সব ঠিক। নচেৎ নামায ভুল হলে, সব ভুল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)).

"নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে

পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পন্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে মহান প্রভু বলবেন, 'দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক'রে দেওয়া হবে?' অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(আবূ দাউদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩, নাসাঈ ৪৬৫, ইবনে মাজাহ ১৪২৫নং)*

অবশ্য এ হল মহান আল্লাহর হক তথা ইবাদত বিষয়ক প্রশ্ন। তাছাড়া তাঁর নিয়ামত বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে ঠান্ডা পানির ব্যাপারে। অপরাধ তথা বান্দার হক বিষয়ক সর্বপ্রথম প্রশ্ন হবে প্রাণ-হত্যার ব্যাপারে এবং ঝগড়া-কলহের সর্বপ্রথম ফায়সালা হবে দুই প্রতিবেশীর মাঝে।

চব্বিশ ঃ

নামায ত্যাগ ক'রে মারা গেলে জাহান্নামে স্থান হবে বেনামাযীর।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, কোন নামাযী যথাসময়ে নামায না পড়ে মারা গেলে তার ঠিকানা হবে 'ওয়াইল' বা 'গাই' নামক জাহান্নামের উপত্যকায়। তাহলে পূর্ণ বেনামাযী হয়ে মারা গেলে তার ঠিকানা হবে জাহান্নামের অভ্যন্তরে ও গভীরে। 'সাক্বার' জাহান্নামে স্থান পাওয়ার সর্বপ্রথম কারণ হল, নামায না পড়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنْ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) ......}

অর্থাৎ, ডানহাত-ওয়ালারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে---অপরাধীদের সম্পর্কে, 'তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে?' তারা বলবে, 'আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।....... *(মুদ্দাষ্‌যির ঃ ৪০-৪৩)*

এর শেষে বলা হয়েছে,

{فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (٤٨) سورة المدثر

অর্থাৎ, ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। *(মুদ্দাষ্‌যির ঃ ৪৮)*

জাহান্নামের পূর্বে কবর ও মধ্য জগতে বেনামাযীর কঠিন শাস্তি মহানবী ﷺ স্বপ্নযোগে দর্শন করেছেন। নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা, সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'........

আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলির তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।' (বুখারী)

লক্ষণীয় যে, সে ব্যক্তি নামাযী, কিন্তু নামায ফেলে ঘুমিয়ে থাকে। নামায পড়তে মাথা ভারী হয়। তাই সেখানে পাথরের আঘাত মেরে মাথা হাল্কা করা হবে।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী ﷺ-এর নিকটে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল; যে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়। তিনি বললেন,

(ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَان فِي أُذُنَيْهِ).

"সে তো এমন লোক; যার কানে শয়তান পেশাব ক'রে দেয়।" *(বুখারী ১১৪৪, মুসলিম ৭৭৪নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি এশার নামায না পড়ে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থেকে নষ্ট করে, ফলে তার কানে শয়তান পেশাব ক'রে দেয়। নিকৃষ্ট সে ঘুম! নিকৃষ্ট সে পেশাব। যার ফলে জাগিয়ে তোলার মতো কোন আওয়াজ তার কানে যায় না এবং ফরয নামায যথাসময়ে আদায় করতে সক্ষম হয় না। তার দোষ হল, নামায সামনে রেখে ঘুমিয়ে যায়, তাই শয়তান তার পশ্চাতে এই সুযোগ পায়।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা টিভি ও নেটের সামনে রাত্রের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে শেষ রাত্রে শয়ন করে এবং ফজরের নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকে। সাধারণতঃ তারা যা দেখে, তা হারাম। অতঃপর তার ফলে ফরয বর্জন কত বড় হারাম হতে পারে তা অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি কেউ কুরআন তিলাঅত করেও শেষ রাতে ঘুমিয়ে ফজরের নামায নষ্ট করে, তাহলে তার জন্য তা হারাম হয়। সুতরাং অবৈধ কাজে রাত্রি জাগরণ ক'রে ফরয কাজে ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি কী হতে পারে, তা অনুমেয়।

পঁচিশ ঃ নামাযের আদেশ

মহান আল্লাহ যেমন মুসলিমকে নিজের জীবনে নামায প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দিয়েছেন, তেমনি নিজের পরিবারে ও সমাজে তা প্রতিষ্ঠা করার আদেশও দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } (١٣٢) سورة طـه

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। আর সংযমীদের জন্য শুভ পরিণাম। *(ত্বা-হাঃ ১৩২)*

এই তাকীদের কথা উল্লেখ হয়েছে লুক্বমান হাকীমের নিজ ছেলেকে দেওয়ার উপদেশে। তিনি তাকে বলেছিলেন,

{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (١٧) سورة لقمان

অর্থাৎ, হে বৎস! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। *(লুক্বমানঃ ১৭)*

আর আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المضَاجِعِ)). رواه أَبُو داود

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে নামাযের আদেশ দাও; যখন তারা সাত বছরের হবে। আর তারা যখন দশ বছরের হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক ক'রে দাও।" *(আবূ দাউদ)*

কেবল নিজে নামাযী হলেই হয় না, বরং বাড়ি ও সমাজের লোককে নামাযী বানাবার প্রচেষ্টা রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের একজন বেনামাযী হলে খুব সত্বর নামাযী বানিয়ে নিতে হবে। নচেৎ তাতে যে সর্বনাশ আছে তা অনেকের অবিদিত নয়।

ছাব্বিশ ঃ

নামাযের জন্য দুআ। কেবল নামাযের আদেশ করলেই কাজ নাও হতে পারে। সুতরাং তার জন্য মহান রব্বুল আলামীনের কাছে দুআ করতে হবে। ইব্রাহীম ﵇ আল্লাহর ঘরের কাছে নিজের পরিবার ও সন্তানকে রেখে দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (٣٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী ক'রে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। *(ইব্রাহীম ঃ ৩৭)*

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء} (٤٠) إبراهيم

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দুআ কবুল কর। *(ইব্রাহীম ঃ ৪০)*

সাতাশ ঃ নামায আদায়ে ওযর-আপত্তি।

বেনামাযী বিভিন্ন ওযর-ওজুহাত দেখিয়ে নামায পড়ার পথ থেকে পিছল কাটতে চায়।

কেউ বলে, 'আগে মন ঠিক করতে হবে, তারপরে নামায হবে।'

আমরা বলি, 'ঠিক কথাই তো। আগে আক্বীদাহ ঠিক করুন, তারপর নামায পড়ুন। এবং এক্ষণই তা শুরু হোক।'

কেউ বলে, 'শয়তান আসমান-যমীনের কোন জায়গা সিজদা করতে বাকী রাখেনি। শয়তানের জায়গায় সিজদা করব কেন?'

আমরা বলি, 'আল্লাহ জাল্লা শানুহ বান্দাকে তাঁর জন্য রুকু ও সিজদা করতে আদেশ করেছেন। *(কুঃ ৪১/৩৭, ২২/৭৭, ৫৩/৬২)* কিন্তু এ কথা বলেননি যে, শয়তান যেখানে সিজদা করেছে, সেখানে করো না। আল্লাহর রসূল ﷺ এবং তাঁর পূর্ববর্তী সমস্ত আম্বিয়াগণ (আঃ) এই মাটিতেই সিজদা করেছেন এবং সকলেই নিজ নিজ উম্মতকে ঐভাবেই সিজদা করতে শিক্ষা ও নির্দেশ দিয়েছেন। জিব্রাঈল ﵇ নিজে এই মাটিতেই সিজদা ক'রে নবী করীম ﷺ-কে নামায শিখিয়েছেন এবং তাঁরা সকলেই এই মাটির উপরেই সিজদা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যলাভ ক'রে গেছেন। কই তাঁরা কেউই বলেননি যে, 'শয়তানের সিজদার স্থানে সিজদা করো না।' আমাদের আদর্শ তাঁরা, তাঁরা করেছেন তবে আমাদের ক্ষেত্রে বাধা কোথায়?

তাছাড়া শয়তান যখন সারা পৃথিবীতে সিজদা করেছিল (কথাটি প্রমাণ সাপেক্ষ), তখন সে শয়তান ছিল না। সিজদার সময় ছিল আল্লাহর নিকটতম ফিরিশ্তাদের সমাজভুক্ত। বস্তুতঃ চিরদিন আল্লাহর নেক বান্দারাই তাঁকে সিজদা ক'রে থাকে। পক্ষান্তরে শয়তানের বাধ্য বান্দারাই শয়তানের মতই আল্লাহর আদেশ সত্ত্বেও সিজদা করতে অস্বীকার করে। তাই "শয়তানের সিজদার জায়গার সিজদা করব না" বলে শয়তানের সাথে বক্তার বৈরিতা বা বিরাগ প্রকাশ নয়, বরং মিত্রতা বা অনুরাগ প্রকাশ। আর এরই দোহাই দিয়ে মহান আল্লাহর আদেশকে অমান্য করা এবং সমস্ত আম্বিয়া ও আওলিয়াগণের আদর্শকে পরিহার করা ধ্বংসের কারণ ছাড়া কিছু নয়।'

অনেকে বলে, 'সারা দিনটা খেটে-জ্বলে মাইনের বেলায় দুই আনা, আল্লা বলে ডাকব কি ভাই সময় পেলাম না।'

কেউ বলে, 'কাজের ঝামেলায় বা ডিউটির চাপে নামায পড়ার সময় হয় না।'

আমরা বলি, 'মহান আল্লাহ দিবারাত্রে চব্বিশটা ঘন্টা দিয়েছেন আপনার সংসার ও আরাম-আয়েশের জন্য। অথচ তা হতে তাঁর জন্য আপনি কেবল চব্বিশটি মিনিট ব্যয় করতে পারবেন না? যিনি এত কিছু দিলেন, তাঁর জন্য সামান্য কিছু দিতে কার্পণ্য কীসের? এমন ওযর কি ভুয়ো ও অমূলক নয়?'

কেউ বলে, 'আমার উযু থাকে না, তাহলে নামায পড়ব কীভাবে?'

আমরা বলি, 'তাতেও আপনাকে নামায পড়তে হবে।'

কেউ বলে, 'ওঠ-বস করতে গিয়ে আমার কোমরে ব্যথা অনুভূত হয়। তাহলে নামায পড়ব কীভাবে?'

আমরা বলি, 'যেভাবে আপনার সুবিধা; বসে, শুয়ে, কাৎ হয়ে, যেভাবে পারবেন, সেইভাবেই নামায পড়তে হবে। এমন অসুবিধা দেখিয়ে নামায মাফ হবে না।'

কেউ বলে, 'আমার স্বামী অথবা আমার কোলের শিশু আমাকে পাক থাকতে দেয় না। সুতরাং নামায পড়ি কীভাবে?'

আমরা বলি, 'আপনাকে পাক হয়ে নামায পড়তে হবে। তায়াম্মুমের বিধান তো রয়েছে। এ ওযরেও নামায মাফ নয়।'

কেউ বলে, 'আমাকে অমুক নামায পড়তে বাধা দেয়, তাহলে আমি নামায পড়ি কীভাবে?'

আমরা বলি, 'বাধা উল্লংঘন করুন। নামাযে বাধা দিয়ে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না। আর রাখলেও নিজের জায়গাতেই নামায পড়ুন।'

কেউ বলে, 'আগে হারাম খাওয়া বর্জন কর, তারপর নামায পড়। হারামীগিরি ক'রে নামায পড়ে লাভ কী?'

আমরা বলি, 'সেই সাথে নামায শুরু করতে দোষ কোথায়? আজই হারামীগিরি ছেড়ে নামায শুরু করুন। আর অপরে কী করছে, তা না দেখে

আপনি নিজের কথা ভাবুন। অপরকে ভালো বানাবার চেষ্টা করুন। নচেৎ অপরের নামাযে লাভ নেই দেখে, আপনিও নামায পড়বেন না---এটা তো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার মতো ব্যাপার!'

অনেকে বলে, 'নামায পড়ে কে বড়লোক হয়েছে?'

আমরা বলি, 'দুনিয়াতে বড়লোক হওয়ার জন্য কেউ নামায পড়ে না। পরলোকে বড়লোক হওয়ার জন্যই নামায। তবে ইহলোকে বড়লোক না হয়ে নামাযী সুখী হতে পারে। যেহেতু নামাযী নিজ মনের অভ্যন্তরে ধনবত্তা ও পরম সুখ অনুভব করে।'

আটাশ ঃ বেনামাযীর বিধান।

সত্য-সন্ধানী উলামাগণের নিকট নামাযত্যাগী কাফের হয়ে যায়। আর মুসলিম কাফের হয়ে গেলে তার জীবনের অনেক কিছুরই আমূল পরিবর্তন ঘটে, বঞ্চিত হয় বহু কল্যাণ থেকে এবং উপযুক্ত হয় কঠিন শাস্তির।

অধিকাংশ উলামাগণের মতে ঃ-

১। বেনামাযী কাফের, মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী। তওবা না করলে সরকার তাকে হত্যা ক'রে শাস্তি দেবে।

২। বেনামাযী মারা গেলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী তাকে গোসল-কাফন ও দাফন করা হবে না এবং মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে কবরস্থও করা হবে না।

৩। বেনামাযী মরার পর তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দুআ করা যাবে না। অবশ্য বেঁচে থাকতে হিদায়াতের দুআ করা যাবে।

৪। বেনামাযী কারো ওয়ারেস হবে না এবং তার মরার পর তার কেউ ওয়ারেস হবে না। তার জমি-সম্পদ বায়তুল মালে জমা হবে।

৫। বেনামাযীর জন্য মক্কার মসজিদ ও তার হারাম-সীমার মধ্যে প্রবেশ বৈধ নয়। তার হজ্জ-উমরা ও অন্যান্য আমল কবুল নয়।

৬। বেনামাযীর যবেহ করা পশুর গোশ্ত্ হালাল নয়। পক্ষান্তরে ইয়াহুদী ও নাসারার যবেহ করা গোশ্ত্ হালাল।

৭। বেনামাযীর বিবাহ শুদ্ধ নয়। বিবাহিত স্ত্রী তার জন্য হালাল নয়। বিবাহের পর নামায ছাড়লে বিবাহ-বন্ধন থাকবে না।

৮। বেনামাযী কোন সন্তান বা এতীমের অলী বা অভিভাবক হতে পারবে না।

৯। বিচারে কোন বেনামাযীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

১০। বেনামাযী কিয়ামতে কাফেরদের সাথে অবস্থান করবে এবং তাদের মতোই তারও অবস্থা হবে। সে বেহেশ্ত্ প্রবেশ করতে পারবে না। দোযখ হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা। (নাঊযু বিল্লাহি মিনান্নার।)

পরিশেষে বড় দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, নামাযের এত বড় গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও 'আটকী-খাটকী-তিনশো ষাটকী' নামাযের মুসল্লীই অধিকাংশ। বেশিরভাগ মুসলিম সপ্তাহান্তে জুমআর নামায পড়ে, কোন আত্মীয় মারা গেলে তার জানাযা পড়ে এবং ঈদ ও বকরীদের নামায পড়ে। পাঁচ-অক্তের মুসল্লীর সংখ্যা নেহাতই কম। এই যদি নামাযের বিধান হয় এবং ঐ যদি মুসলিমদের হাল হয়, তাহলে বুঝতেই পারছেন, বেহাল উম্মাহর পয়মাল অবস্থা। সুতরাং আল্লাহই আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত